R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট

৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টাটার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৬শ বর্ষ
২৪শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৩ই কাত্তিক বুধবার, ১৩৮৬ সাল।
৩১শে অকটোবর, ১৯৭৯ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

নয় দিনের মাথায় বগি দুটো উঠলো, সঙ্গে দুটো মৃতদেহও

সত্যনারায়ণ ভকত, ৩১ অকটোবর—২৩ অকটোবর জঙ্গিপুর রোড ও আহিরণ ষ্টেশনের মাঝে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার পর সমস্ত উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে নয় দিনের অক্লান্ত চেষ্টায় আজ ৩৭৯ আপ কাটোয়া—বারহারোয়া প্যাসেনজার ট্রেনের জলমগ্ন বগি দুটি ফল্গু নদী থেকে উদ্ধারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সঙ্গে উঠেছে মাত্র দুটি মৃতদেহ। বেসরকারী মতে মৃতের সংখ্যা অধিক হলেও সরকারী সূত্র অনুযায়ী এই নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো ২৬। ২৩ জনের নাম আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল। পরে বহরমপুরে একজন আহত যাত্রীর মৃত্যু ঘটে এবং গতকাল জলমগ্ন দুটি বগির একটি থেকে দুটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। এই ক'দিন বগি দুটি নদী থেকে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হয়। বিলম্ব সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ জানান, তাঁদের সব রকম চেষ্টা ব্যর্থ হয় বগি দুটি একসঙ্গে লেগে থাকায়। কাপলিন কেটে বগি দুটি বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে গান পাওডার ব্যবহার করা হয়। তাতেও কোন ফল না হওয়ায় একসপ্লোসিভ জিলেটিন প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু নদীর জল দূষিত হয়ে যাওয়ার ও মাছ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় অসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জিলেটিন প্রয়োগের অনুমতি না মেলায় সে চেষ্টাও পরিত্যক্ত হয়। শেষ পর্যন্ত ভারতীয় নৌবাহিনীর লেফটেনানট কমানডাণ্ট রবীন্দ্রনাথনের পরামর্শে বগি দুটির একটি গতকাল এবং অপরটি আজ তোলা হয় দুটি বুলডোজারের সাহায্যে। রবীন্দ্রনাথন গতকালই এখানে এসে পৌঁছান। ২৬ অকটোবর ওয়াগন থেকে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

১২ লক্ষ টাকা জলাঞ্জলির অভিযোগ

জঙ্গিপুর, ৩১ অকটোবর—রঘুনাথগঞ্জ থানার কৃষ্ণশাইল গ্রামের কাছে বন্যাবিধ্বস্ত জঙ্গিপুর – লালগোলা জাতীয় সড়ক এক বছরেরও বেশী হল কর্তৃপক্ষ মেরামত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এ অভিযোগ করে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের তেঘরি—১ পঞ্চায়েত প্রধান প্রভাতকুমার সিংহ রায় জানিয়েছেন, রাস্তাটি মেরামতের জন্য ১২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল। সে টাকারও জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে। প্রায় ৪০ ফুট গর্তে খাড়াখাড়িভাবে মাটি ফেলায় বর্ষা নামার সঙ্গে সঙ্গে ধস নেমে রাস্তাটি আবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাশের খাল থেকে মাটি কেটে রাস্তা তৈরী করায় রাস্তাটি এখন যানবাহন চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন ওই রাস্তা মেরামতির অজুহাতে অস্থায়ী ডাইভারসন রোড দিয়ে বিপজ্জনকভাবে যাত্রীবাহী বাস চলাচল অসম্ভব হয়ে পড়ায় প্রতিবাদ স্বরূপ বাস কর্মচারী সমিতি বেশ কিছুদিন বাস চলাচল বন্ধ রাখেন। এর ফলে যাত্রীদের অশেষ দুর্গতি পোহাতে হয়। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে জানান, অতি বর্ষণে রাস্তাটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। অবিলম্বে রাস্তাটির আমূল সংস্কার এবং পরিসর বৃদ্ধির দাবিও প্রভাতবাবু জানান।

ধুলিয়ানে পুরমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা

ধুলিয়ান, ৩১ অকটোবর—ধুলিয়ান পুরসভার ৯নং ওয়ারডের কমিশনার গোলাবরায় আগরওয়ালা জনকল্যাণ সমিতির নেতৃত্বে শহরের সড়ক সংস্কার, আলো ও জলের দাবিতে স্মারকলিপি দেন ১৯৭৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর। কিন্তু পুরসভা নাগরিকদের ওই দাবিগুলি এখন পর্যন্ত পূরণ না করায় ১৮ অকটোবর আবার দাবি জানানো হয়েছে। পুরপিতার সঙ্গে কৃষক-শ্রমিকের সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে না বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। অবরুদ্ধ ড্রেন সংস্কার, বন্যাবিধ্বস্ত গৃহ নির্মাণ ও খাটা পায়খানাকে স্যানিটারী পায়খানায় রূপান্তরিত করার ব্যাপারে পুরসভার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করে স্থানীয় জনসাধারণ রাজ্য পুরমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

ভূতুড়ে টেলিফোন ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২৩ অকটোবর রেল দুর্ঘটনার পরদিন ভোররাত্রে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে নাকি হঠাৎ একটি ফোন আসে : ফল্গু নদী থেকে ৩০টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, এখনই হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। ফোনটি নাকি করেন একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। পর মুহূর্তেই আর একটি ফোন আসে : খবর ঠিক নয়। কোন মৃতদেহ পাওয়া যায়নি। আগের ফোনের কথা যেন প্রকাশ না পায়।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সাগরদীঘিতে খুন

সাগরদীঘি, ৩১ অকটোবর—গতকাল এই থানার শীতলপাড়া গ্রামে আবদুল ওদুদ নামে একজন রেশন ডিলার খুন হয়েছেন। গ্রাম্য দলাদলি এই হত্যাকাণ্ডের কারণ বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

কয়েকদিন আগে ইমামনগর গ্রাম থেকে কাবাডি খেলে ফেরার পথে সন্তোষপুরের খালেদ হোসেন ওরফে ফেলুন নামে একজন খেলোয়াড় প্রতিপক্ষের ছোড়ার আঘাতে নৃশংসভাবে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কালীপূজোর নামে পুলিশের তাণ্ডব

সংবাদদাতা, ধুলিয়ান : ২৪ অকটোবর রাত্রে সামসেরগঞ্জ থানার কালী প্রতিমা নিরঞ্জন শোভাযাত্রায় মত্ত অবস্থায় পুলিশ ও হোমগারড বাহিনী ধুলিয়ান শহরে তাণ্ডবলীলা চালায়। কয়েকজন হোমগারডের মাথায় মদের হাঁড়িও নাকি দেখা যায় বলে প্রকাশ। গঙ্গার ঘাটে গিয়ে সেই হাঁড়িগুলি থেকে মদ ছেটানো হয় এবং দীপক সাহা নামে একজন যুবককে বিনা কারণে প্রহার করা হয় বলে অভিযোগ। ওই সময় স্থানীয় কয়েকজন নেতা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা থানায় গিয়ে পুলিশের তাণ্ডবলীলার প্রতিবাদ জানান। আগের দিনের ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনার কথা ভুলে গিয়ে প্রকাশ্যে মদমত্ত পুলিশের তাণ্ডব দেখে নাগরিকরা বিস্মিত এবং ব্যথিত হয়েছেন। এ ব্যাপারে পুলিশ সুপারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

মা কালী আক্রান্ত

সাগরদীঘি, ২৮ অকটোবর—গত রাত্রে কে বা কারা সাগরদীঘি থানার কালীপূজো মণ্ডপে হানা দিয়ে কালী প্রতিমাকে ক্ষতবিক্ষত করে টুনি বাল্ব নিয়ে চম্পট দেয়। আজ সকালে লাল সালু দিয়ে ঢেকে আহত প্রতিমাকে বিসর্জন দেওয়া হয়। যাত্রাগানের জন্য কালীপূজোর পর আট দিন অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কালীপ্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়নি বলে প্রকাশ। একটি অভিযোগে জানা গেছে, থানার এই পূজোর জন্য চাঁদা আদায়ের নামে পুলিশ নাকি জোরজুলুম চালায়। চাঁদা দিতে গররাজি হওয়ায় একজন কাপড় ব্যবসায়ী নাকি পুলিশের হাতে প্রহৃত হন। স্থানীয় জনসাধারণ পুলিশের এই আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৮৬।

বিদ্যুৎ বিলের জন্য

রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ অফিসে যে রীতিতে বিদ্যুৎ বিলের টাকা লওয়া হইতেছে, তাহাতে জনসাধারণ অশেষ কষ্টের মধ্যে পড়িতেছেন। এই অফিসে একজন মাত্র ক্যাসিয়ার মাসের পর মাস ধরিয়া বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিলের টাকা আদায় লইতেছেন। সপ্তাহে তিন দিন তিন ঘন্টা করিয়া টাকা জমা লওয়া হয়। কিন্তু সব ব্যবস্থায় জলাঞ্জলি হইতেছে। বিদ্যুৎ গ্রাহকদের লাইনে দাঁড়াইয়া শেষ পর্যন্ত ফিরিয়া যাইতে হয়। এইরূপে হয়রানি ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। একজন ক্যাসিয়ারের পক্ষে সব দিক সামলান কঠিন হইয়া পড়ে।

শুনা যাইতেছে, অতঃপর জঙ্গিপুর শহরের বিদ্যুৎ বিলের টাকাও এই অফিসে জমা দিতে হইবে। ফলে ভীড় ও গ্রাহকদের অপেক্ষা করা এবং ফিরিয়া যাওয়ার কষ্ট আরও বৃদ্ধি পাইবে। বর্ত্তমানে একজন ক্যাসিয়ার এক শহরের চাপ সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না, অতঃপর দুই শহরের চাপে তিনি কী করিবেন, আমরা ভাবিয়া পাই না। দ্বিতীয়তঃ আজিকার কর্মব্যস্ততার যুগে কোন মানুষকে বিভিন্ন কাজে না না জায়গায় লাইন দিতে হয়; সেখানে এক বিদ্যুৎ অফিসে তিনঘন্টা দাঁড়াইয়া বিফলমনা হইয়া অন্যত্র অন্য কাজে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে, তাহা সম্ভব কি?

আমরা মনে করি, সপ্তাহের প্রতিটি কাজের দিনে বিদ্যুৎ বিলের টাকা জমা লওয়ার ব্যবস্থা থাকা দরকার। তাহা না করিলে মানুষের দুর্গতির শেষ থাকিবে না। সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের নিকট একান্ত অনুরোধ, জনসাধারণের এই কষ্ট তাঁহারা উপলব্ধি করুন।

মর্ত্যে নারায়ণের আবির্ভাব

সংবাদদাতা: ২১ অকটোবর রঘুনাথগঞ্জ থানার আলের উপর গ্রামের শঙ্কর মণ্ডলের স্ত্রী অদ্ভুত এক সন্তান প্রসব করেন। ২টি মাথা, ৩টি চোখ, ২টি নাক, ২টি মুখ, ৩টি পা, দুই বুকে জট এবং নাভির ওপর পদ্মফুল নিয়ে জন্মাবার পর থেকে শিশুটিকে দেখতে প্রচণ্ড ভীড় হয়। নাভিতে পদ্মফুল দেখে অনেকে মন্তব্য করেন, 'মর্ত্যে নারায়ণের আবির্ভাব ঘটেছে।' কিছুক্ষণ পর শিশুটি মারা যায়।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

রেল দুর্ঘটনা ও শোভাযাত্রা

২৩ অকটোবর মর্মান্তিক রেল ঘটনার শোকে যখন শহরবাসী অভিভূত, মহকুমাবাসী বিচলিত, শহর এবং আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামের মানুষ যখন প্রিয়জন খুঁজতে হাসপাতাল-ঘটনাস্থল করে দিশেহারা—ঠিক সেই দিনই সন্ধ্যার অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে শহরের বুকে তীব্রভাবে বেজে উঠেছে মাইক ও তাসার বাজনা। বের হয়েছে আলোর রোশনাই ছুটিয়ে শহরের কালী প্রতিমা বিসর্জ্জনের শোভাযাত্রা। সেই শোভাযাত্রায় এক শ্রেণীর যুবকের উলঙ্গ নৃত্য দেখে মনে হয়েছে যেন কোথাও কিছু ঘটেনি। শোকসন্তপ্ত পরিবেশে নির্লজ্জ শোভাযাত্রা প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে মর্মপীড়া দিয়েছে। ওই পরিবেশে এ ধরনের আনন্দোচ্ছ্বাস বেদনাদায়ক। কোন শোভাযাত্রা বের করার আগে স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতি নিতে হয়; কিন্তু এই পরিবেশে এই ধরনের শোভাযাত্রা বের করার অনুমতিই বা কর্তৃপক্ষ দিলেন কি করে বোঝা গেল না। আনন্দোৎসব সকলের কাম্য—কিন্তু তাই বলে পরিবেশকে অস্বীকার করে নয়—প্রভাতকুমার ঘোষ, এ্যাডভোকেট, রঘুনাথগঞ্জ।

নির্বাচকবৃন্দ সমীপেষু

নিবাচক নিবন্ধন নিয়মাবলী, ১৯৬০ অনুসারে নির্বাচক তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং উহার প্রতিলিপি আমার অফিসে, রঘুনাথগঞ্জ—১/রঘুনাথগঞ্জ—২/ফরাক্কা/সামসেরগঞ্জ/সুতী—১/সুতী—২ ও সাগরদীঘি বি ডি ও অফিসে এবং সংশ্লিষ্ট পৌরসভা অফিসে ও ফরাক্কা ব্যারেজ অফিসে এবং সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসগুলিতে ১৯-১০-৭৯ তারিখ হইতে ৩-১১-৭৯ তারিখ পর্য্যন্ত অফিস খোলা থাকাকালীন পরিদর্শনের জন্য পাওয়া যাইবে। যদি তালিকায় কোন নাম অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য কোন দাবি বা কোন নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য কোন আপত্তি বা কোন লিখনের অন্তর্গত বিশেষ বিবরণ সম্বন্ধে কোন বক্তব্য থাকে, তবে তাহা ৩-১১-৭৯ তারিখে বা তৎপূর্বে উপযোগিতা বিবেচনায় ৬, ৭ বা ৮ নির্দেশানুযায়ী জানাইতে হইবে। ঐরূপ প্রত্যেক দাবী বা আপত্তি হয় আমার অফিসে অথবা সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিসে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আধিকারিকদের নিকট উপস্থাপিত করিতে হইবে কিংবা পূর্বোক্ত তারিখের মধ্যেই আমার নিকট পৌঁছায় এইভাবে ডাকযোগে পাঠাইতে হইবে। —অসিতবরণ চক্রবর্ত্তী, নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিক ও মহকুমা শাসক, জঙ্গিপুর।

অবিশ্বাস ব্যাপক

এমনটা ঘটবে জানলে স্বামীহারা সালেহা বিবি থেকে শুরু করে প্রত্যেক মৃতের নিকট জনেরা তাদের ঘরের মানুষগুলোকে মরতে পাঠাতেন না নিশ্চয়। এ বিশ্বাস মানবিক। কিন্তু খোলা লাইনের বা ভাঙ্গা লাইনের ওপর দিয়ে ট্রেন চালিয়ে দিয়ে দেশব্যাপী হাহাকার সৃষ্টির কারণ ঘটবে না, এমন সরল বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত থাকতে আর কি কেউ চাইবেন? ট্রেনের ড্রাইভার দোষ চাপাচ্ছেন গ্যাংম্যানদের ওপর; গ্যাংম্যানদের অবস্থান জানার উপায় নেই; ছেড়ে আসা ষ্টেশন কর্ত্তৃপক্ষ নীরব, নিরুত্তাপ। কারণটা কি? একটা ষ্টেশন ছেড়ে গিয়ে দশ মিনিটের রাস্তার ওপরে লাইন খোলাখুলি করে যদি মেরামতি চলে, তাহলে তার খবর কেউ রাখবেন না? যদি কাউকে রাখতে হয়—তিনি কে? কোন্ অবস্থাতে একটি লাইন 'ক্লীয়ার' না থাকা সত্ত্বেও ড্রাইভারকে 'ক্লীয়ার' জানানো হল? কোন্ অবস্থাতেই বা তাবড় তাবড় অফিসারদের সাথে নিয়ে রেলমন্ত্রী ঘুরে গেলেন—নৈতিকতার দায় মাথায় নিয়ে পদত্যাগ করলেন না, যা সভ্য দেশগুলির সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর করা উচিত। ভারতবর্ষেও যার নজির আছে।

কোন্ ব্যাপারে সাধারণ মানুষ কর্তাব্যক্তি ও তাদের শ্রেণীকে বিশ্বাস করতে পারে? মৃতের সঠিক সংখ্যা নাই। প্রত্যেকটি মানুষের ধারণা মৃতের সংখ্যায় কারচুপি করা হচ্ছে। সরকারী উদ্ধার কার্য্যে ব্যাপক ঢিলেমি। অপরদিকে উদ্ধার কাজে গণ-উদ্যোগ গ্রহণে সরকারের অনীহা। এই সমস্ত কিছুই জন্ম দিচ্ছে একটা প্রচণ্ড ও মারাত্মক অবিশ্বাসের। এই অবিশ্বাস আগামী দিনে যদি সফল উদ্যোগ গ্রহণের পথে পরিচালিত হয়, তবেই সালেহা বিবি কাঁদবে না; জেহেলীনগরের ছেলেরা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে হাতে কুঠার নিয়ে আর বুকে নিয়ে অদম্য সাহস, অসীম মমতা। —তাপস রায়, ২৬-১০-৭৯।

খেলার খবর

জঙ্গিপুর মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে ৯—১১ অকটোবর জেলায় এই প্রথম তিন দিনের খো খো, কাবাডি ও জিমনাসটিক শিক্ষণ শিবির উদ্‌যাপিত হয় জঙ্গিপুর টাউন ক্লাবে। ক্লাবের ১৯ জন সদস্য এই শিবিরে অংশ গ্রহণ করেন। এন আই এস কোচ দেবব্রত সাহা খো খোতে এবং করুণাময় দাস জিমনাসটিকে প্রশিক্ষণ দেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা শারীর শিক্ষা আধিকারিক, ব্লক যুব আধিকারিক প্রমুখ। জানা যায়, জঙ্গিপুর মহকুমায় খেলাধুলার উন্নতির জন্যই নাকি জেলার মধ্যে এই মহকুমাকে বেছে নেওয়া হয়। অথচ আগে থাকতে এ ব্যাপারে কোন প্রচার করা হয়নি বলে ক্রীড়ামোদীরা হতাশ হয়েছেন।

বাস থামিয়ে খুনের চেষ্টা

ফরাক্কা ব্যারেজ, ৩১ অকটোবর—শুক্রবার সকালে একদল সশস্ত্র লোক অর্জ্জুনপুরের কাছে একটি বাস থামিয়ে নিরোদ দাস নামে এক ব্যক্তিকে নামিয়ে প্রচণ্ড প্রহার করে। নিরোদ দাস অজ্ঞান হয়ে গেলে মারা গিয়েছেন ভেবে নিয়ে আক্রমণকারীরা পালিয়ে যায়। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনা: ২৬ অকটোবর জাতীয় সড়কের সাজুর মোড়ের কাছে লরি দুর্ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে।

শোকসভা

লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের মহাপ্রয়াণে জঙ্গিপুরের ইংরেজি বিদ্যালয় বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতনে সম্প্রতি এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। জঙ্গিপুর সরস্বতী লাইব্রেরীতেও লোকনায়কের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাতে একটি সভার আয়োজন করা হয়।

জুয়ার আসরে বোমাবাজি

ধুলিয়ান, ১৭ অকটোবর—শুক্রবার রাত্রি আটটা নাগাদ ধুলিয়া বাজারের কাছে একটি জুয়ার আসরে বোমাবাজির ফলে সাতজন অল্পবিস্তর জখম হন।

মর্মন্তুদ দুর্ঘটনার অপ্রকাশিত কাহিনী

পিটিয়ে মারার ভয়ে

অনেক আহত ট্রেনযাত্রী বলেছেন, আশেপাশের বহু গ্রামবাসী ওই ট্রেন দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। কিন্তু সামান্য আহত হয়েও অনেকে নিজেরাই জীবন বাঁচাতে নিজের নিজের বাড়ীতে পালিয়েছেন। কারণ কিছু গ্রাম্য লোকের ধারণা এই যে, রেল দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদেরও পিটিয়ে মেরে ফেলে ক্ষতিপূরণ যাতে না দিতে হয় তার জন্য লাস গুম করে দেওয়া হয়। তাই প্রাণ বাঁচাতে পিটিয়ে মারার ভয়ে পালিয়েছেন বহু আহত গ্রামবাসী।

আমি জীবিত

ফরাক্কা থানার খোদাবান্দপুর গ্রামের আতাউর রহমান বললেন, আমি মৃত নই জীবিত। তিনি জানান, তিনি রঘুনাথগঞ্জ থেকে প্রায় ৫ কুঃ চাল নিয়ে জঙ্গিপুর রোড থেকে যে বগিটি জলে ডুবে আছে সেই বগিতে উঠেছিলেন। ওই বগিতে আনুমানিক ২৫০ জন যাত্রী ছিলেন। দুর্ঘটনা ঘটার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কিছু বোঝা সম্ভব হয়নি—'হঠাৎ বগিটি ডুবার পালটি খায়। তখন আমার জ্ঞান ছিল। খুব কম জলে ওই বগির মধ্যে থাকার পর উদ্ধারকারীরা বগির ছাদ কেটে ফেলে। আমি ওই ফাঁকা জায়গা দিয়ে হাত বের করে অজ্ঞান হয়ে যাই। পরে আমাকে উদ্ধারকারীরা উদ্ধার করেন। এর পর আমাকে অর্জুনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। ইতিমধ্যে আমার বাড়ীর লোকজনদের কাছে খবর পৌছায় আমি নাকি মারা গিয়েছি। আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতা-স্ত্রী, চার মেয়ে ও দুই ছেলে কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। এরপর আমি জানতে পারি যে আমার বাড়ীর লোকেরা আমার মৃতদেহটি নেওয়ার জন্য ও সৎকারের জন্য তৈরী হচ্ছেন। ওই সময় আমি বাড়ীতে খবর দিই আমি মৃত নই, জীবিত।'

বহাল তবিয়তে

সরকারীভাবে সমর্থিত নিহতদের নামের তালিকায় সুতী থানার কাঁকড়ামারি গ্রামের মদন চৌকিদারকে (৪৬) মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁর মৃতদেহটি নাকি সনাক্তও করা হয়েছে। অথচ পুলিশের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, মদন চৌকিদার রেল দুর্ঘটনায় মারা যাননি। তিনি বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

উনি জানেন না

মনোহর সেখ এখনও জানেন না যে ট্রেন দুর্ঘটনায় তাঁর দুই ভাই কুদ্দুস সেখ ও বদর সেখ মারা গিয়েছেন এবং এক ভাই হারা সেখ এখনও নিখোঁজ। বহু সন্ধান করেও হারা সেখের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। মনোহর সেখ জখম অবস্থায় বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। বাড়ী সাগরদীঘি থানার যুগর গ্রামে। চার ভাই একসাথে কয়েক কুইন্ট্যাল চাল নিয়ে বিক্রী করতে যাচ্ছিলেন নিমতিতা বাজারে। ডুবে যাওয়া প্রথম বগিটিতে তাঁরা ছিলেন। একই বগিতে ছিলেন ওই গ্রামের হালিম সেখ। তিনিও গুরুতর জখম। তিনি জানালেন, বগিটিতে প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ জন যাত্রী ছিলেন। হঠাৎ ঘটনাস্থলের কাছে গাড়ীটি বিরাট ঝাঁকুনি দেয়। তারপর তিনি জ্ঞান হারান। জ্ঞান ফিরে দেখেন হাসপাতালে।

নিমাই-এর নাম নাই

রেল দুর্ঘটনায় নিহতদের নামের তালিকায় জঙ্গিপুরের নিমাই-এর নাম নাই। অথচ তাঁকে সনাক্ত করেছিলেন পাড়ার এক যুবক। তিনি নিমাই-এর হাত থেকে মানসীর বাগদত্তার আংটিটি খুলে নিয়ে এসে ফেরত দিতে গিয়েছিলেন নিমাই-এর বিধবা মাকে। কিন্তু পারেননি। নিমাই হাসপাতালের বারান্দায় সাদা কাপড় মুড়ে শুয়ে রয়েছে। আর কোনদিন ফিরবে না। আহিরণে চাকরি পেয়েছিল অনেকদিন বেকার থাকার পর। সেখানেই বিয়ের ঠিক হয়েছিল মানসীর সঙ্গে। সাতদিন আগে আশীর্বাদও সম্পন্ন হয়েছিল। মায়ের অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে আশীর্বাদীর আংটিটা পরেছিল। আর ক'দিন পরই নিমাই-মানসী মিলন ঘটত। কিন্তু সব বার্থ করে দিল ৩৭৯ আপ কাটোয়া-বারহারোয়া প্যাসেঞ্জার। ওই ট্রেনেই নিমাই রোজ যাতায়াত করতো।

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৬

উদ্ধারকারীকে উদ্ধার

দুর্ঘটনার পরই রঘুনাথগঞ্জ যুবক সংঘের সদস্যরা ও এই শহরের অন্যান্য যুবকেরা গিয়ে ডুবে যাওয়া বগি থেকে আহত ও মৃত ব্যক্তিদের যখন উদ্ধারের চেষ্টা করছিলেন, সেই সময় যুবক সংঘের বেন্টু চ্যাটারজি জলমগ্ন বগি থেকে আহত ও মৃত যাত্রীদের উদ্ধার করতে ওই বগিতে ঢুকলে হঠাৎ বগির দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তিনি আটকা পড়েন। অন্যান্য উদ্ধারকারীরা অনেক চেষ্টা করে তাঁকে ওই বগি থেকে উদ্ধার করেন।

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস

বেশার বাস সারভিস

(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের
জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

সকলের প্রিয় এবং
বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর

স্লাইজ ব্রেড

মির্জাপুর * ঘোড়শালা
মুর্শিদাবাদ

মেয়ে পাচার ঃ খুন

ধুলিয়ান, ২৭ অকটোবর—মেয়ে পাচারের অভিযোগে সামসেরগঞ্জ থানার মালঞ্চা গ্রামের যুগেন মণ্ডলকে আশেপাশের গ্রামের বহু লোক সাম্মিলিত হয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে। খবরে জানা যায়, এক বছরে সে নাকি সাতটি যুবতী মেয়েকে দিল্লীতে বিক্রী করে, তার মধ্যে দু'জন নাকি তার সহোদরা।

মৃতদেহ উদ্ধার ঃ ৯ অকটোবর সামসেরগঞ্জ থানার লস্করপুর গ্রামের পাটের জমি থেকে সাত বছর বয়সের এক বালিকার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। আগের দিন বিকেল থেকে সে নিখোঁজ হয়। তার গলায় ও কানে সোনার গহনা ছিল বলে খবর।

WANTED

Wanted for Kantakhali Puthia Jr. High School, P. O. Khamra, Dist. Murshidabad, a trained B. Sc (Bio). Appear before the Administrator with application on 6th Nov. 1979 at 2 P.M. in the school premises.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা শাসক, মুর্শিদাবাদ বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে গত ১৯৭৮ সালের পঞ্চায়েৎ নির্বাচনের সময় ব্যবহৃত আনুমানিক ৩১০৭টি কেরোসিন টাইপ ভোটার বাক্স তাঁহার অফিসে ২০-১১-৭৯ তারিখে বেলা ১২টার সময় প্রকাশ্য নিলাম বিক্রয় করা হইবে।

তথ্য ও সংস্কৃতি মুর্শিদাবাদ হইতে প্রচারিত

বগি দুটো উঠলো

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বুলডোজার নামাতে গিয়ে ধানবাদ ডিভিসনের সেরা অপারেটার অম্বিকা ব্যানারজি বুলডোজার চাপা পড়ে নিহত হন। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে একরকম জোর করে ওই কাজ করতে তাঁকে বাধ্য করা হয় এবং তার ফলেই তিনি নিহত হন বলে জানা যায়।

২৭ অকটোবর জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনে রেল নিরাপত্তার পূর্বাঞ্চলের কমিশনার কে গণপতি তদন্ত কমিশনে স্থানীয় অধিবাসীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। সুতীর এম এল এ মোহ: সোহরাব কমিশনকে বলেন, ওই ট্রেনে ভ্রমণ করছিলেন এমন বহু লোককে পাওয়া যাচ্ছে না বলে অনেকে তাঁর কাছে অভিযোগ করছেন। আর এস পির প্রদীপ নন্দী থ্রি, ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস টেন প্লাস টু এল আর গ্যাংম্যানদের এবং এ পি ডবলু আইকে খুঁজে বের করার দাবি জানান। এঁদের গাফিলতিতেই সেদিন ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটে এবং দুর্ঘটনার পর থেকে সকলে আত্মগোপন করেন বলে প্রদীপবাবুর ধারণা।

দুর্ঘটনার পর পরীক্ষামূলকভাবে ২৬ অকটোবর একটি মালগাড়ি চালানো হয়। ২৭ অকটোবর থেকে একটি স্পেশাল ট্রেন চালানো হয় ধুলিয়ান পর্যন্ত। ধুলিয়ানের কাছে বাগমারী রেলসেতু জলোচ্ছ্বাসের দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বারহারোয়া ও ফরাক্কা পর্যন্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়। এই লাইনে (বি এ কে লুপ লাইন) আজ থেকে আবার দূরপাল্লার ট্রেনগুলি চলতে শুরু করেছে।

গারডার দাবি : আর এস পি দলের এম এল এ অমল রায় সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য প্রেরিত এক বিবৃতিতে রেলসেতুগুলিতে গারডার দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। তাঁর মতে দুর্ঘটনা ঘটলেও নদীতে বগি পড়ার সম্ভাবনা এর ফলে অনেকাংশে হ্রাস পায়।

ভুতুড়ে টেলিফোন ?

(১ম পৃষ্ঠার পর)

২৭ অকটোবর একটি ভূতুড়ে টেলিফোনের ভিত্তিতে জঙ্গিপুর মহকুমা প্রশাসন তটস্থ হয়ে পড়েন। ফোনে হাসপাতালকে জানানো হয়, জাতীয় সড়কে রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাস দুর্ঘটনায় ১২ জন নিহত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে যায়। পরে জানা যায়, খবরটি স্রেফ গুজব।

সাগরদীঘিতে খুন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নিহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে, খেলার মাঠে বেশ উত্তেজনা ছিল। সন্তোষপুর মহম্মদিয়া দল ২ গেমে হেরে গিয়ে খেলা শেষ হওয়ার আগেই মাঠ ছেড়ে চলে আসার সময় আক্রান্ত হয়। নুহুনবী সেখ ওরফে ভগলু নামে একজন খেলোয়াড় ছুরিকাহত হন। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে খালেদ হোসেন নিহত হন। আহত নুহুনবীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দলের পক্ষ থেকে এ খবর দিয়ে জানানো হয়, সঙ্গে সঙ্গে সাগরদীঘি থানায় খবর দেওয়া হয়। কিন্তু ও সি যাত্রার বিহারলাল নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ঘটনাস্থলে যাননি। অনেক পরে একজন পুলিশ অফিসারকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়।

আত্মহত্যা : ধুলিয়ান, ৩১ অকটোবর গতকাল সামসেরগঞ্জ থানার বেতবোনা গ্রামের স্বপন ঘোষের স্ত্রী রাধারাণী ঘোষ (১৯) নিজের গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে অগ্নিসংযোগ করলে গুরুতরভাবে দগ্ধ হন। হাসপাতালে ভর্তির পর তাঁর মৃত্যু ঘটে। এটিকে আত্মহত্যার ঘটনা বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

শিশুবর্ষে শিশুসেবা

মিরজাপুর জওহর শিশুভবন ও শিবরাম স্মৃতি পাঠাগারের উদ্যোগে আয়োজিত শ্যামাপূজায় আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে ১০০ শিশুকে এক সন্ধ্যা খাওয়ানো হয়। ক্লাবের সঙ্গে সহযোগিতা করে গোপালকুমার জৈন নামে এক শিশু।

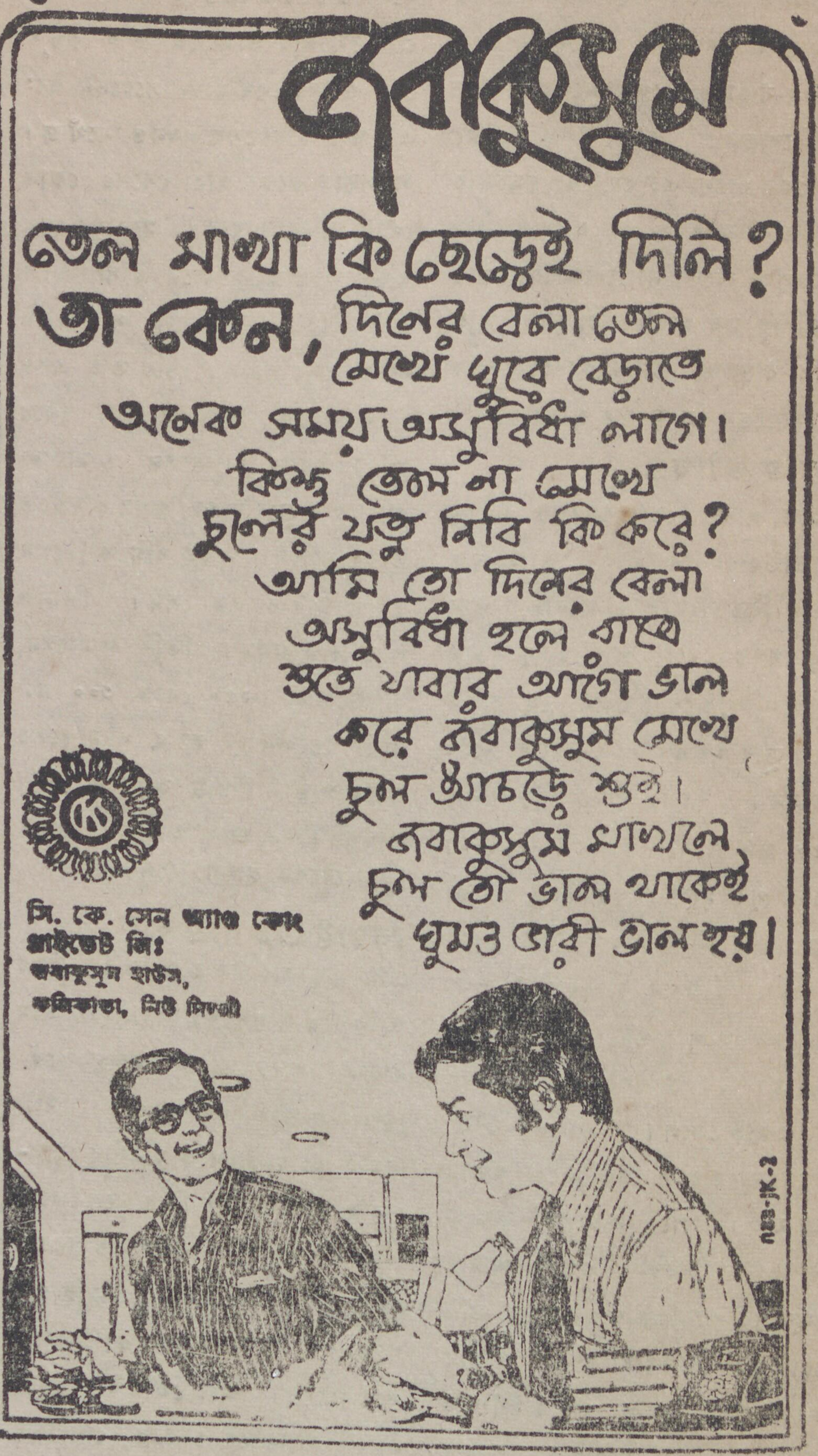

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Godrej

"The quality is never an accident,
But it is always the result of an important efforts"

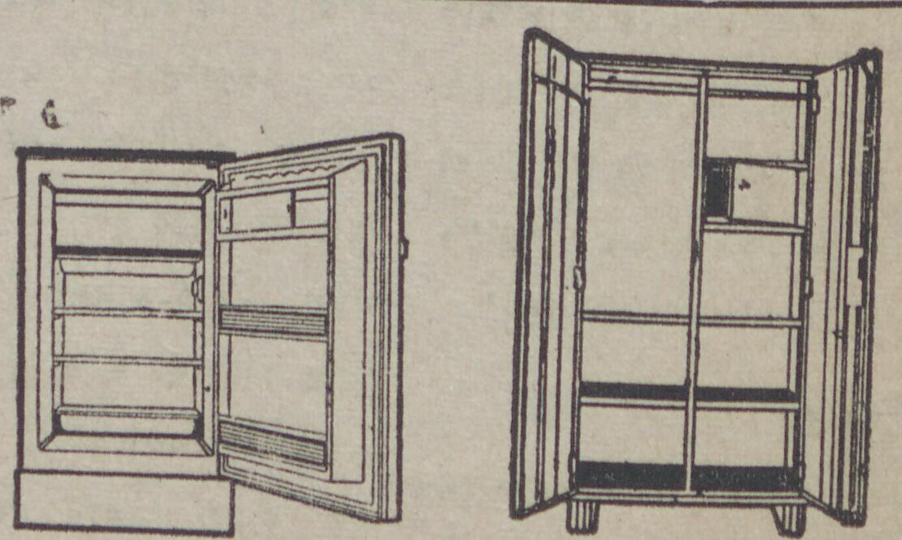

উক্তিটির সার্থক রূপকার গোদরেজ। গোদরেজের ষ্টীল আলমারী, অফিস আসবাব এবং রেফ্রিজেরেটর ও টাইপরাইটার এখন ষ্টীলজগতের এক এবং অনন্য। আপনার মনের মত সেরা জিনিসটি আপনি পছন্দ করে নিয়ে যান আমাদের শো-রুম থেকে।

★ এক এবং অনন্য পরিবেশক—

মেঃ ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ
বোলপুর ★ বীরভূম
পিন : ৭৩১২০৪
ফোন নং ২৪১